প্রহর জানিতে আকাশেতে ধীরে
উঠে একে একে তারা,
অমানিশা রতে বাহিরিয়া আসে
ভাঙিয়া আঁধার কারা।

জোনাকি আলোয় আরতি তোমার
ঝিঁঝিঁর নুপূর সাথে,
নদীর বক্ষে তারার আলোকে
জ্বলে এ তিমির রাতে।

তুষারাবৃত দক্ষিণ মেরু

—শ্রী যতীন্দ্র নাথ বসু।
৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী (কলা বিভাগ)।

আজ আমরা যাদের কথা বলতে বসেছি তারা তাদের কুসুমিত যৌবনের আনন্দ, বার্দ্ধক্যের শান্তি সব উৎসর্গ করে এই বিশাল পৃথিবীর নদ নদী পাহাড় ঝরণা তুষারাবৃত শুভ্র মেরু দেশের গোপন কথা আমাদের চক্ষের সামনে ধরে দিয়ে গেছে। আজ এই গোলাকার পৃথিবীটার কোন অংশে কোন অসভ্য কষ্ট সহিষ্ণু জাতিরা বরফের গৃহ নির্ম্মান করে সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত কচ্ছে, কোন বৃহৎ জল রাশি ভীষণ শীতে জমে বরফ হয়ে যায় কোন পর্ব্বতে বৃহৎ প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হয়ে পৃথিবীর বুকে ঝর ঝর করে বেয়ে

থাকে তা এক জন বালকেরও নখদর্পণে। কিন্তু এই সব আশ্চর্য্য বস্তুকে আবিস্কার কর্ত্তে গিয়ে যে সব জ্ঞান পিপাষুবীরবৃন্দ তাদের জীবনকে এক দিন ছিনি মিনি খেলেছে, তাদের জীবন কাহিনী যদি মুহূর্ত্তেকের জন্য চিন্তা করি তাহলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। কেই বা আগে ধারণা কর্ত্ত যে ব্যাবিলনে সুন্দর ঝুলান বাগান আছে, চীনের উচ্চ প্রাচীরের উপর দিয়ে চার জন অশ্বারোহী পাশাপাশি দৌড়ে যেতে পারে, নায়গ্রার জল প্রপাত কত ক্রোশ দূরে গিয়ে উল্কাবেগে পড়ছে, বা পৃাথবীর মেরু প্রদেশ ভীষণ শীতে জমে বরফ হয়ে যায়, আর এস্কিমোরা বরফের ঘর করে বল্গা হরিণের ছাল পরে শীত নিবারণ করে। রেল গাড়ী চেপে আমরা মুহূর্ত্তের মধ্যে দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত নদী উপত্যকা ভেদ করে দেশ হতে দেশান্তরে চলে যাই, কিন্তু আমরা খুব কমই খবর রাখি যে খেলাচ্ছলে জেমস্ ওয়াট (James watt) এক দিন চায়ের কেট্লি গরম কর্ত্তে কর্ত্তে ষ্টিম এঞ্জিন আবিষ্কার করেছিল। অথবা কে খবর রাখে যে আফ্রিকার দুর্গম ভীষণ জঙ্গল আবিষ্কার কর্ত্তে গিয়ে মহাত্মা লিভিংষ্টোন একদিন ভীষণ সিংহের করাল কবল হতে প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল। যাক সে কথা—এখন আমরা, এই পৃথিবীর আশ্চর্য্য জিনিষ আবিষ্কার কর্ত্তে গিয়ে যে সকল বীরেরা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়েছিল তাদের দু'এক জনের কথা আলোচনা করি।

তাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন স্কট এক জন। এই সাহসী ক্যাপ্টেন স্কট এক দিন দক্ষিণ মেরুর তুষারআবৃত শুভ্র দেশ আবিষ্কার কর্ত্তে গিয়ে নিজের জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়ে এই নশ্বর দেহটাকে তুষারের মধ্যে কবর দিয়ে দিয়েছিল। সে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। ক্যাপ্টেন স্কট প্রথমে এক জন সামান্য নাবিক ছিল। বিদেশের পাহাড় ঝরনা নদ নদী দর্শন বা উত্তাল তরঙ্গমালা ক্ষুব্ধ

মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজ চালান তাহার মনে প্রায়ই জাগত। ক্রমে তার জ্ঞান পিপাসা গাঢ়তর হতে গাঢ়তম হয়ে উঠল। এক দিন ভগবান তার জ্ঞান পিপাসায় সুশীতল বারি যুগিয়ে দিলেন। জীবনের ধ্রুব তারার দিকে লক্ষ্য করে সে এক দিন তাবই মত কতকগুলি সাহসী সঙ্গি নিয়ে জাহাজে উঠে পড়ল। তারা জান্ত যে যদি জ্ঞান পিপাসার তৃপ্তি' করতে গিয়ে তাদের 'মৃত্যুর দ্বার দেশে পঁহুছতে হয় তাও প্রস্তুত। যাই হউক জাহাজে 'রসদ পূর্ণ ছিল। শীত বস্ত্রেরও অভাব ছিল না। জাহাজ ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে চালিয়ে দিলে। কিছু দিন তারা স্থল দেখতে পায় নি। কেবল অসীম বারিরাশি চক্রবালে মিশিয়ে আকাশকে চুম্বন কচ্ছে। তারপর তারা দক্ষিণ মহাসাগরে এসে পড়ল। সামনে কিছু দূর এগিয়ে দেখল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। বরফ জমাট হয়ে এক উন্নত প্রাচীরের সৃষ্টি হয়েছে। সে উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করার ক্ষমতা নেই। তারা সেই প্রাচীর ভেদ করে যাবার আশায় গ্রীস্ম ঋতুর অপেক্ষা করল। কিন্তু আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত। বরফ গলা দূরে থাকুক, তাহাদের জাহাজের চারিদিকের জল জমে বরফ হয়ে গেছে। কিন্তু তারা জীবন উৎসর্গ করে বড় জিনিষ আবিষ্কার কর্ত্তে বসেছে তারা কি এই সামান্য বিপদে পেচপাও? তারা অদম্য উৎসাহে বরফ কাটতে সুরু করে দিলো। ক্রমে বরফ গলতে লাগল। তারা অতি কষ্টে জাহাজ টেনে বের করে স্বদেশে ফিরল। দেশে এসে বিদেশ ভ্রমন বাসনা কিছু দিনের জন্য ত াগ করেছিল। পথে যে সব আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে ছিল তা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেছিল।

কিন্তু প্রাণ যাদের সমুদ্র পর্ব্বত নদ নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা কি ক্ষনিকের সুখ, পত্নীর বাহু-বেষ্টন, পুত্রের স্নেহ মাখা ইঙ্গিতে

আপন কর্ত্তব্য ভুলে যায়? আবার তার নূতন দেশ আবিষ্কারের বাসনা জাগল। এই বার স্কট তার দুই জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ইভানস্ ও লাল্‌সী এবং অন্যান্য সাহসী পুরুষ সমভিব্যাহারে সে আবার জাহাজে চড়ল। আবার সেই সু-উচ্চ শুভ্র তুষার প্রাচীরের কাছে উপস্থিত। কিন্তু এবার তারা আর অপেক্ষা না করে জাহাজ থেকে রসদ তাঁবু শীত বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে তারা তুষার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে মেরু দেশে পদার্পণ করল। নেমে দেখল যে প্রসারিত তুষার মেরুকে কে যেন তিষ্ঠ বলে অচল করে রেখেছে।

তারা ক্রমশঃ অগ্রসর হতে লাগল। প্রত্যেক ১৫।২০ মাইল অন্তর তারা তাঁবু ফেলতে লাগল ও রসদ পূর্ণ করে রাখল। ক্রমেই এগোতে লাগল। এই সময় অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটেছিল। এই তুষার আবৃত দেশে পদব্রজে ভ্রমণ করা অসম্ভব। তাই চক্র বিহীন শ্লেজে বরফের উপর দিয়ে কুকুরে তাদের টেনে নিয়ে যেত। স্থানে স্থানে বরফ গলে একত্রকটা ভীষণ লুক্কাইত গুহার সৃষ্টি করেছে। যদি কেউ অসাবধানতা বশতঃ এই গুহায় প্রবেশ করে তবে তাকে অতল স্পর্শে তলিয়ে যেতে হবে। একবার ক্যাপটেন স্কট ইভানস্ ও লালসী শ্লেজ চড়ে যেতে যেতে একটি ভীষণ লুক্কাইত বরফ গুহায় পড়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্যের বিষয় শ্লেজটী গুহার মুখে আটকে গিয়েছিল ও স্কট ও ইভানসের কোমরে দড়ি বাঁধা ছিল তাই রক্ষা। লালসী তাদের টেনে তুলেছিল।

যাই হোক এত আশা এত কষ্ট পরিশ্রম সব বিফল। কারণ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে তারা দেখল যে তাদের চির বাঞ্ছিত দক্ষিণ মেরু ইতি পূর্ব্বেই স্পেন দেশের বিখ্যাত পরিব্রাজক অন্নুন সেন আবিস্কার করে পতাকা পুতে দিয়ে চলে গেছে। দক্ষিণ মেরুর আবিষ্কর্ত্তা

অন্নুনসেন সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে ক্যাপ্টেন স্কটের নাম চিরকাল জগতের ইতিহাসে থেকে যাবে।

এইবার ফেরবার পালা। এত আশা অদম্য উৎসাহ নিয়ে যে একদিন দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করেছিল তাকে আজ বিফল মনোরথ হয়ে ভগ্ন হৃদয় ফিরে যেতে হল। কিন্তু আর এক ভীষণ বিপদ উপস্থিত হ'ল। হঠাৎ ভীষণ তুষার বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। একে ভীষণ শীত আভায় তুষার বৃষ্টি। তারা ভাল রকমই বুঝতে পেরেছিল যে এই তুষার আমাদের বরফ হবে। স্কট ইভানস ও লালসী একটা তাঁবুতে আশ্রয় নিলে। রসদ ও ফুরিয়ে এলো বৃষ্টি বেড়ে চল্ল। লালসী অগত্যা আর একটা তাঁবুতে এগিয়ে চল্ল। কিন্তু পথেই তাহার দেহ তুষারের সঙ্গে লীন হয়ে গেল।

স্কট শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার ডায়েরীতে প্রত্যেক ঘটনা লিখেছিল। তারপর আর লিখতে হল না। মৃত্যুর হিম স্পর্শে তাদের দেহ তাঁবু তুষারে চাপা পড়ল। তারপর একদল অন্বেষণকারী তাদের মৃত দেহ ও এই ডায়েরী টেনে বের করেছিল। এই ডায়েরী আজ পুস্তকাকারে পরিণত হয়েছে।

ডায়েরীর শেষকালে এই কথা লেখাছিল। "আজ আমি যা পেয়েছি তা মাথা পেতে নিয়েছি। মৃত্যুর শীতল স্পর্শ হয়ত এখনি আমার দেহে স্পর্শ করবে কিন্তু এই ডায়েরী জগতে একদিন আমার পরিচয় দেবে।"

———